# পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা (হুগলী জেলার ক্ষেত্রে)

**Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the M.Ed. Degree**


**Submitted By**

## Goutam Mistri

**(M.Ed. Student of Satyapriya Roy College of Education)**

**College Roll No. - M/16**

**University Roll No. : 111141 No.- 170025**

**Reg. No. : 11114 - 00259 Of 2017-18**


**Semester : IV**

**Session : 2017-2019**


**Under the supervision of**

## Mitali Basak

**Satyapriya Roy College of Education**



**The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration**
**Kolkata**

# CERTIFICATE

This is to certify that Dissertation entitled "**পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা (হুগলী জেলার ক্ষেত্রে)**" is a record of bonafide research work carried out in partial fulfillment of the requirement for the degree of M.Ed. from Satyapriya Roy College of Education under WBUTTEPA by **Goutam Mistri** under my supervision and guidance.

This work has not been submitted to any other institution for the award of any other Degree of Diploma.

Date .....

.....

**Mitali Basak**

Satyapriya Roy College of Education

# TITLE : পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা (হুগলী জেলার ক্ষেত্রে)

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি গৌতম মিস্ত্রী, সত্যপ্রিয় রায় কলেজ অফ এডুকেশন এর এম. এড. (M.Ed.) চতুর্থ সেমিষ্টার এর ছাত্র। আমি আমার তত্ত্বালোচনার (Dissertation) বিষয় নির্বাচন করি। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা হুগলী জেলার ক্ষেত্রে। এম.এড. এর এই ক্ষুদ্র পরিসরে আমি আমার পছন্দের বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। আমার Dissertation এর সকল কাজে আমি আমার কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ড. সুবীর নাগ মহাশয়ের এবং মাননীয়া মিতা ব্যানার্জী মহাশয়ার অপরিসীম সহযোগিতা পেয়েছি। তবে যার সাহায্য ছাড়া আমার এই কাজ কোনোভাবেই সম্ভব হত না তিনি হলেন অধ্যাপিকা মাননীয়া মিতালি বসাক মহাশয়। আমার তত্ত্বাবধায়ক, তিনি বিভিন্ন তথ্য ও তাঁর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। এছাড়া বিভাগীয় গ্রন্থাগারের অপ্রতুল পুস্তক সম্ভার থেকে আমি উপকৃত হয়েছে, এবং এবিষয়ে আমার বন্ধু-বান্ধব যারা আমাকে সাহায্য করেছে তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এম.এড. (M.ED.)
সত্যপ্রিয় রায় কলেজ অফ এডুকেশন

নিবেদনান্তে -
গৌতম মিস্ত্রী

# INDEX


**CHAPTER - I**

**1.0. INTRODUCTION P -**
**1.1. OPERATIONAL DEFINITION OF THE TERMS P -**
**1.2. SIGNIFICANCE OF THE STUDY P -**
**1.3. RESEARCH QUESTION P -**
**1.4 OBJECTIVE OF THE STUDY P -**
**1.5. DELIMITATION P -**
**1.6. STATEMENT OF THE PROBLEM P -**
**1.7. CONCLUSION P -**

**CHAPTER - II**

**REVIEW OF LITERATURE**

**2.0. INTRODUCTION P -**
**2.1. STUDIES IN INDIA P -**
**2.2. RESEARCH GAP P -**
**2.3. CONCLUSION P -**

**CHAPTER - III**

**METHODOLOGY**

**3.0. INTRODUCTION P -**
**3.1. TYPE OF RESEARCH P -**
**3.2. OBJECTIVES OF THE STUDY P -**
**3.3. SAMPLES P -**
**3.4. DELIMITATION P -**
**3.5. TOOLS P -**
**3.6. DATA ANALYSIS P -**

**CHAPTER - IV**

**DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION**

**4.0. INTRODUCTION P -**
**4.1. DATA ANALYSIS P -**
**4.2. CONCLUSION P -**

**CHAPTER - V**

**DISCUSSION, SUGGESTIONS AND CONCLUSION**

**5.0. INTRODUCTION P -**
**5.1. FINDINGS P -**
**5.2. SUGGESTIONS P -**
**5.3. SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH P -**
**5.4. CONCLUSION P -**

**-: REFERENCES :-**

**-: ANNEXURE (A & B) :-**

# CHAPTER : I

# CHAPTER - I

## 1.0. INTRODUCTION

শিক্ষা হল মানব সভ্যতার উন্নয়ণের মৌলিক শর্ত। শিক্ষা ছাড়া গণতান্ত্রিক অস্তিত্ব, অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুই সম্ভব নয়। দেশ তখনই সার্বিকভাবে উন্নয়ন লাভ করবে যখন দেশের সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষালাভের সবরকম সুযোগ সুবিধা পাবে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী রচিত ভারতীয় সংবিধানে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ১০ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে এই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। পরবর্তীকালে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা গ্রহন করা সত্ত্বেও পরিকল্পনার অভাব ও আর্থসামাজিক কারণে শিশুর জন্মগত শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাইনি। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একটি যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে সর্বশিক্ষা অভিযান গ্রহণ করেছেন। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা রূপায়িত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সি দেশের সমস্ত শিশুদের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাক্ষর করে তোলা হবে। ভারতের মতো একটি উন্নয়ণশীল দেশে সার্বিক উন্নয়নকে দ্রুত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতেই হবে। ভারতের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সামনে চলে আসছে, যা অতিক্রম করা যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে।

আমার আলোচ্য বিষয়টিতে হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থাটি কেমন রয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। এর জন্য হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের কিছু প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পরিকাঠামো ব্যবস্থা কেমন তা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা খুব যে উন্নতমানের তা বলা মোটেই ঠিক হবে না। অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত খেলার মাঠ নেই, মর্ডাণ ক্লাস ভিত্তিক ক্লাস নেওয়া হয় না, চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা যথাযথ নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার নেই, অডিও-ভিডিও ক্লাস নেই এমনকি অনেক

বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলটি চালাতে সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে।

এতসব সমস্যা থাকলেও হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে চলছে, তবে যদি এই পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির সমাধান শীঘ্র করা যায় তবে হুগলী জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান যে আকাশসীমায় পৌঁছাবে একথা বলাই যায়।

## 1.1. - OPERATIONAL DEFINATION OF THE TERMS

■ বর্তমান অবস্থা ঃ- বর্তমান অবস্থা বলতে বর্তমান পরিস্থিতি কেমন রয়েছে তা বোঝানো হয়েছে। আমার আলোচ্য বিষয়ের বর্তমান অবস্থা বলতে বোঝায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে।

■ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ- ভবিষ্যত জীবনে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রারম্ভিক স্তরে প্রাক-প্রাথমিক এর পরে প্রাথমিক স্তরে যে শিক্ষাদান করা হয় ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলে। আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

■ পরিকাঠামোগত ঃ- পরিকাঠামোগত বলতে বোঝায় বিল্ডিং, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, আসবাবপত্র, দেওয়ালের অবস্থা প্রভৃতি।

আমার আলোচ্য বিষয়ে পরিকাঠামো বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য কেমন জিনিসপত্র রয়েছে, কেমন ব্যবস্থা রয়েছে ও ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা বোঝাচ্ছে।

■ শিক্ষা ঃ- শিক্ষা হল সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিশুর উপর পরিণত ব্যক্তিদের সুপরিকল্পিত প্রভাবের সমষ্টি, যা তার সুষম দেহ-মনের বিকাশের মধ্যে যে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। শিক্ষা হল শিশুর আচরণের কাম্য ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন প্রক্রিয়া।

আমার আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

## 1.2. - SIGNIFICANCE OF THE STUDY

i) শিক্ষার মাধ্যমেই কোন সমাজ বা দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব। তাই প্রাথমিক শিক্ষার তাৎপর্য অনেক। ii) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার মাধ্যমেই সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। iii) বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো ব্যবস্থা এবং মান সম্পর্কে জানা যাবে। iv) হুগলী জেলার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আলোচ্য বিষয়বস্তুটি আলোচনার সাহায্যে ধারনা পাওয়া যাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবপর হবে।

## 1.3. - RESEARCH QUESTION

i) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে কিধরনের শৌচালয় ব্যবস্থা রয়েছে?

ii) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খেলার মাঠ কি ধরনের রয়েছে?

iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা কতটা রয়েছে?

iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মডার্ণ ক্লাস ভিত্তিক কতটা পড়ানো হচ্ছে?

v) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকে কতটা নজর রাখা হচ্ছে?

vi) শিক্ষার্থীদের জন্য চেয়ার-টেবিল কতটা উন্নত রয়েছে?

vii) বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা কী রয়েছে?

viii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিলের জন্য কি সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

## 1.4. - OBJECTIVES OF THE STUDY

i) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত শৌচালয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

ii) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খেলার মাঠ রয়েছে কিনা জানা।

iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যস্থা সম্পর্কে জানা।

iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মডার্ণ ক্লাস ভিত্তিক পড়াশোনা হচ্ছে কিনা জানা।

v) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানা।

vi) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে কিনা জানা।

vii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত চেয়ার-টেবিল এর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

viii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

## 1.5. - DELIMITATION

সময়ের অভাবের জন্য এই কাজটিতে সমগ্র হুগলী জেলার বিদ্যালয়গুলির থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, এরজন্য আমি শুধুমাত্র হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

## 1.6. - STATEMENT OF THE PROBLEM

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে।

## 1.7. - CONCLUSION

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা। ভারতের মতো দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যা আছে, যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

# CHAPTER : II
# REVIEW OF LITERATURE

# CHAPTER - II
## REVIEW OF LITERATURE

### 2.0. INTRODUCTION

■ সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ- সাহিত্য পর্যালোচনা হল একটি গবেষণাপত্র। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সমসাময়িক জ্ঞান, বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক বা পদ্ধতিগত জ্ঞান। এক কথায় বলতে গেলে সাহিত্য হল - কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্বে সংগঠিত হওয়া গবেষনার সারাংশ।

উদ্দেশ্য ঃ- সাহিত্য পর্যালোচনা পর্যবেক্ষন করে কোনো নির্দিষ্ট গবেষনাক্ষেত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বই-পত্র গবেষনাপত্র অথবা এরূপ অন্যান্য উৎসগুলি পর্যালোচনার মধ্যে লেখক বর্ণনা, সাংরাশ এবং প্রতিটি উৎসের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। অর্থাৎ গবেষনার বলিষ্ঠ এবং দুর্বল দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সাহিত্য পর্যালোচনা হয়ে যাওয়া কোন নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রের সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং পুনরায় গবেষনা করা যেতে পারে এমন বিষয়গুলিকে সামনে তুলে ধরে। এই গবেষনাপত্রের সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল গবেষনাপত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করা।

# STUDIES IN INDIA

## 2.1. RESEARCH GAP

■ উল্লেখিত ১০ টি লিটারেচর রিভিউ করে জানা গেল যে, এই সমস্ত লিটারেচর এ শিক্ষা শিখন এর প্রভাব প্রাইমারি বিদ্যালয়ে, পাবলিক স্কুল ও প্রাইভেট বিদ্যালয়ের গুণাগুন ব্যবস্থা, ড্রপ আউট সমস্যা, গ্রামীণ বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি, পুষ্টির পরিমাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অসমতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু আমার আলোচ্য কাজের বিষয়টি হল - ''পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে।

## 2.2. CONCLUSION

■ আমার আলোচ্য কাজটি করতে ১০ টি লিটারেচর রিভিউ সাহায্য করেছে। লিটারেচর রিভিউ গুলি প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে। যেগুলির দ্বারা আমি আমার কাজটিকে আরো সহজে বোধগম্য করতে পেরেছি। আমার আলোচ্য বিষয় হল - পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে।

# CHAPTER : III
# METHODOLOGY

# CHAPTER - III
## METHODOLOGY

### ■ 3.0. INTRODUCTION

**METHODOLOGY** হল একটি প্রক্রিয়ার নিয়মতান্ত্রিক এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেটি কোনো একটি গবেষনার কাজে প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রক্রিয়াটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নীতি সংযুক্ত হয় যা একটি জ্ঞানের শাখা রূপে বিবেচিত করা যেতে পারে। এতে সাধারণত কিছু ধারনা যথা তাত্ত্বিক মডেল, পর্যায় ও পরিমাণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতি এবং দৃষ্টান্ত অন্তর্ভুক্ত হয়। **METHODOLOGY** এবং **METHOD** এদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। **METHODOLOGY** -র মাধ্যমে কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। ইহা কোনো একটি গবেষনার কোনো **METHOD** প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে তা নির্দেশ করে।

বর্তমানে এই কাজটি সংগঠিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাইমারী শিক্ষার পরিকাঠামো হিসাবে বলাগড় ব্লকের ১০ টি প্রাইমারী বিদ্যালয় নির্বাচন করেছি। এই বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক মহাশয়রা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছেন।

হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাইমারী শিক্ষার পরিকাঠামো ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাও সংগ্রহ করার জন্য আমি ২০ টি প্রশ্নপত্র তৈরী করেছি এবং নমুনা **(Sample)** সংগ্রহের জন্য **Random Sampling** কৌশল ব্যবহার করেছি। এর পর প্রাপ্ত তথ্য কে ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছি।

### ■ 3.1. TYPE OF RESEARCH

আমার আলোচ্য কাজটি সার্ভে পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্ভে পদ্ধতিতে কোনো কৃত্রিম পরিস্থিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না। যেমনটি করা হয় পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে। সার্ভে পদ্ধতিতে বাস্তব পরিস্থিতিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়। সার্ভে পদ্ধতিকে অনেকে সার্ভে গবেষণা বলেন। সাধারণত যে জনসমষ্টি থেকে Sample বা দল নির্বাচন করা হয় সেই জনসমষ্টির ক্ষেত্রে মন্তব্য করা হয়। অর্থাৎ দলের ক্ষেত্রে মন্তব্য জনসমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গবেষক এখানে তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যক্তির গৃহে, কর্মস্থলে বা ঐ ধরনের স্থানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। সার্ভে সমগ্র

জনগোষ্ঠীকে নিয়ে হতে পারে বা দলের ভিত্তিতে হতে পারে। Survey নানারকম হতে পারে। যেমন - সামাজিক সার্ভে, অর্থনৈতিক সার্ভে বা বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মতামতের উপর সার্ভে, জনগণের সার্ভে ইত্যাদি। যেহেতেু সার্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা, সেইজন্য তথ্য সংগ্রহে Survey পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই তথ্য ব্যবহারে Research Design বা গবেষনার নকশা খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ হওয়া প্রয়োজন। নানা রকম সতর্কতা অবলম্বন করে নির্ভরযোগ্যতাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

Variables : এই কাজটিতে স্বাধীন চলক হলো পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা এবং নির্ভরশীল চলক হলো প্রাথমিক শিক্ষার মান।

## 3.2. OBJECTIVES OF THE STUDY

i) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত শৌচালয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

ii) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খেলার মাঠ রয়েছে কিনা জানা।

iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যস্থা সম্পর্কে জানা।

iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মডার্ণ ক্লাস ভিত্তিক পড়াশোনা হচ্ছে কিনা জানা।

v) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানা।

vi) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে কিনা জানা।

vii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত চেয়ার-টেবিল এর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

viii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

## 3.3. POPULATION AND SAMLE :

জনসমষ্টি (Population) সামাজিক গবেষনায় ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যা অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত বিশ্লেষণের একটি সমষ্টি। এটি নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ই হতে পারে। জনসমষ্টির কিছু প্রতিনিধিত্বশীল উপাদান পরীক্ষা করে গোটা জনসমষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন একটি বিশিষ্টের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের কাজ সম্পাদন করে মোট যে রাশি বা বিজ্ঞান সম্মত তথ্য পাওয়া যায় তাকে জনসমষ্টি বলে। আলোচ্য অনু-গবেষনায় জনসমষ্টি (Population) হল ‘‘পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়।’’

জনসমষ্টির নির্বাচিত অংশই হল নমুনা বা Sample. অর্থ, সময় ও মানব শক্তি না থাকার কারণে বেশীরভাগ সময়ে জনসমষ্টি নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে নমুনার পরিবর্তে

জনসমষ্টি নিয়ে কাজ করলে কাজটি অধিক যথার্থ হয়। আলোচ্য বিষয়টিতে নমুনা বা Sample হল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

### 3.4. DELIMITATION :

সময়ের অভাবের জন্য এই কাজটিতে সমগ্র হুগলী জেলার বিদ্যালয়গুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, এর জন্য আমি শুধুমাত্র হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

এই কাজটি করার সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রধানদের Sample হিসাবে নিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সঠিক তথ্যটি দেওয়ার সময় ইতস্তত বোধ করছিলেন।

তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবার এবং অন্যান্য কর্মীদেরও যুক্ত করলে কাজটি আরো ভালো হত।

### 3.5. TOOLS :

Tools কথাটির অর্থ হল যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম, অর্থাৎ যে সরঞ্জাম ব্যবহার করে নমুনা দল থেকে প্রয়োজনীয় উপাও সংগ্রহ করা হয়েছে। আলোচ্য কাজটি সরঞ্জাম হিসেবে সাক্ষাৎকার ও ২০ টি লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করেছি।

### 3.6. DATA ANALYSIS :

আমার আলোচ্য বিষয়টির তথ্য সংগ্রহ করতে Qualitative (গুণগত) পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি। Qualitative পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বলাগড় ব্লকের ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ জন প্রধান শিক্ষকের কাছে ২০ টি প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আমার কাজটি করেছি এবং এই তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছি পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা সম্পর্কে।

# CHAPTER : IV
## DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

# CHAPTER - IV
## DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

### ■ 4.0. INTRODUCTION

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। ব্যক্তি যখন নিজের ভাষায় তার অভিজ্ঞতা এবং স্বাভাবিক পরিবেশে তার মিত্রস্ক্রিয়া বর্ণনা করেন তা গুনগত তথ্যের অন্তর্ভুক্ত। পর্যবেক্ষনের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে দলের সদস্যদের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাচনিক এবং অবাচনিক মিত্রস্ক্রিয়ার রূপ এবং আচরণের ধারা সম্পর্কিত বিবরণী গুনগত তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

প্রয়োজনীয় তথ্য গুনগত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা জানা যাবে। তথ্যগুলির বিশ্লেষণ এবং সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

### ■ 4.1. DATA ANALYSIS

হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ব্যবস্থার জন্য ১০ টি বিদ্যালয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, নিচে তা দেওয়া হল -

| নং | প্রশ্নাবলী | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| ১ | শৌচালয় পৃথক আছে | 100% | 0.00 |
| ২ | খেলার মাঠ আছে | 40% | 20% |
| ৩ | বিশুদ্ধ পানীয় (আর্সেনিক মুক্ত) | 100% | 0.00 |
| ৪ | মডার্ণ ক্লাস | 0.00% | 80% |
| ৫ | মডেলের ব্যবহার | 90% | 0.00 |
| ৬ | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা | 100% | 0.00 |
| ৭ | চেয়ার টেবিল | 80% | 0.00 |
| ৮ | কম্পিউটার আছে (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) | 0.00% | 90% |
| ৯ | উন্নতমানের ঘর | 50% | 10% |
| ১০ | লাইট, পাখা | 90% | 0.00 |
| ১১ | অডিও ভিডিও ব্যবস্থা | 0.00% | 100 |
| ১২ | বিদ্যুতের ব্যবস্থা | 100% | 0.00 |
| ১৩ | মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা ও অসুবিধা | 20% | 60% |

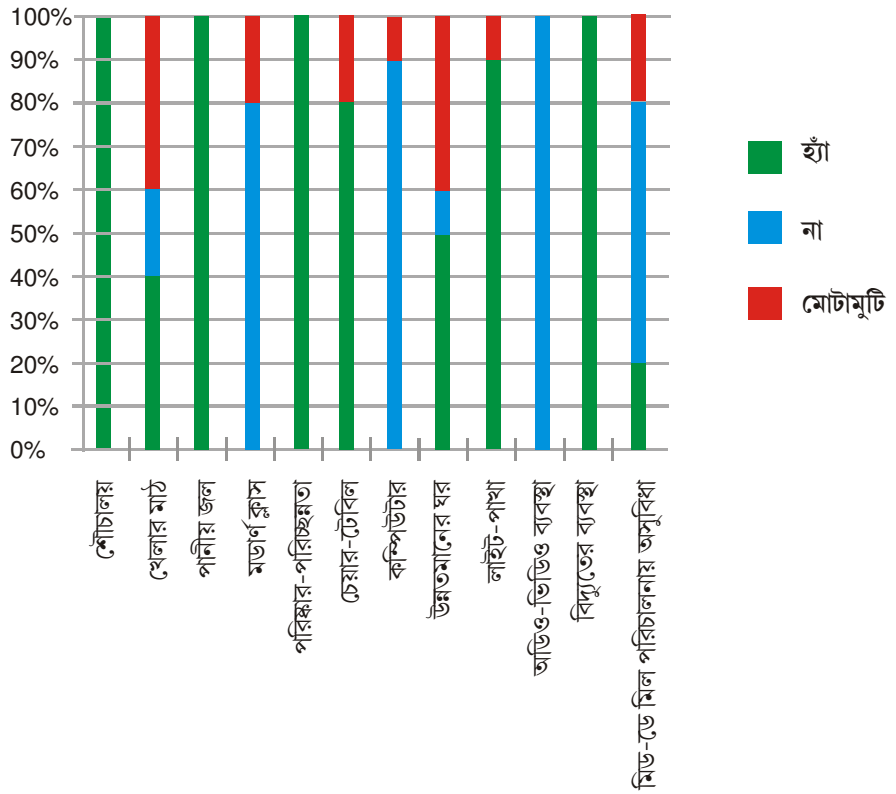


হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা সম্পর্কে পাওয়া যায় -

- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পৃথক শৌচালয় ব্যবস্থা 100% রয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে খেলার জন্য 40% বিদ্যালয় মাঠ আছে। 20% বিদ্যালয়ে নেই এবং 20% বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ মোটামুটি ধরনের রয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 100% জলই আর্সেনিকযুক্ত।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মডেলের ব্যবহারে 90% বিদ্যালয় হ্যাঁ বা হয় জানিয়েছে এবং 10% বিদ্যালয়ে মোটামুটি হয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 100% বিদ্যালয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে হ্যাঁ জানিয়েছে।
- পাঠদানের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে 40% বিদ্যালয়ে চেয়ার - টেবিল আছে এবং 20% বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিল মোটামুটি রয়েছে এই সম্মতি পেয়েছি।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার 90% বিদ্যালয়ই না বলেছেন এবং 10% বিদ্যালয়ে আছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত মানের ঘরের ক্ষেত্রে 50% বিদ্যালয় বলেছেন হ্যাঁ আছে, 10% বলেছেন নেই এবং 40% বিদ্যালয়ে মোটামুটি রকমের রয়েছে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লাইট ও পাখার ব্যবস্থা ৯০% বিদ্যালয়ে আছে এবং ১০% বিদ্যালয়ে নেই সম্মতি পাওয়া গেছে।
- হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের কোনো বিদ্যালয়েই অডিও-ভিডিও-র ব্যবস্থা নেই।
- বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ১০০% বিদ্যালয়ে হ্যাঁ বলেছেন।
- হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাটি কার্যকরী করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এই প্রশ্নে ২০% বিদ্যালয়ে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে তা জানিয়েছেন, ৬০% বিদ্যালয়ে কোনো অসুবিধাই হয়নি বলেছেন এবং ২০% বিদ্যালয় মোটামুটি রকম এই সম্মতি দিয়েছেন।

## 4.2. CONCLUSION

- আলোচ্য কাজটিতে ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পৃথক শৌচালয় ব্যবস্থা আছে, জল আর্সেনিক দূষণ মুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং বিদ্যালয়গুলিতে চেয়ার-টেবিল, ঘর মডেলের ব্যবহার মোটামুটি ধরনের। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের জন্য কম্পিউটার নেই, এমনকি হুগলী জেলার অনেক বিদ্যালয়েই মিড-ডে মিলটি চালাতে আর্থিক সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে প্রধান শিক্ষকদের।

# CHAPTER : V
# DISCUSSION, SUGGESATION AND CONCLUSION

# CHAPTER - V
## DISCUSSION, SUGGESTIONS AND CONCLUSION

### ■ 5.0. INTRODUCTION

আমার আলোচ্য বিষয়ের এই পর্বে হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থা বিষয়ক সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা হয়েছে এবং একটি উপসংহার প্রদান করা হয়েছে।

### ■ 5.1. FINDINGS

আলোচ্য অনু-গবেষনার জন্য হুগলী জেলার ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সার্ভে ও বিস্তারিত তথ্য গ্রহনের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি যে -

- প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছেলে ও মেয়েদের জন্য শৌচালয় ব্যবস্থা রয়েছে।
- বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে খেলার উপযুক্ত মাঠ থাকলেও অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত মাঠ নেই।
- হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জল আর্সেনিক দূষণ মুক্ত।
- হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মডার্ণ ক্লাস ভিত্তিক পাঠদান প্রক্রিয়া এখনও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।
- বিদ্যালয়গুলিতে মডেলের ব্যবহার সঠিক ভাবেই করা হচ্ছে।
- বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের জন্য চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা সমস্ত বিদ্যালয়ে নেই।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটারের জ্ঞান খুব সামান্য দেওয়া হলেও সব বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কোনো বিদ্যালয়েই কোনো কম্পিউটার নেই।
- বিদ্যালয়ের ঘরগুলির অবস্থা মোটামুটি ধরনের রয়েছে।
- হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের কোনো বিদ্যালয়েই অডিও-ভিডিও এর কোনো ব্যবস্থা নেই।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা থাকলেও, কিছু বিদ্যালয়ের এই কার্যক্রমটিকে করতে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছেন।

### ■ 5.2. SUGGESTIONS

উক্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত কিছু পরামর্শের অপেক্ষা রাখে। এর কারণ পরবর্তী দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থাটি যাতে আরো সুগঠিত হয়ে ওঠে, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শগুলি হল -

■ প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শৌচালয়ের জন্য ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে এবং শৌচালয়গুলি অবশ্যই ব্যবহারের উপযুক্ত করতে হবে।

■ শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে খেলার জন্য মাঠ এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং খেলাধূলার যথেষ্ট সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

■ বর্তমানে হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকে আর্সেনিকের প্রভাব দেখা দিয়েছে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিষ্কার বিশুদ্ধ এবং আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

■ বিদ্যালয়গুলিতে মডার্ণ ক্লাস অর্থাৎ **ICT** এর ব্যবহার করলে পাঠদান প্রক্রিয়াটি আরো বেশী কার্যকরী হবে। তাই যতো শীঘ্র সম্ভভ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে **ICT** ব্যবহার করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

■ বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষার দিকে নজর দিতে হবে।

■ বিদ্যালয়গুলিতে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা আরো ভালো করতে হবে।

■ হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার নেই, প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার ব্যবস্থা কার্যকারী করতে হবে।

■ বিদ্যালয় ঘরগুলির অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, এরজন্য প্রশাসনকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির ঘরগুলি আরো সুন্দর হয়।

■ হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির কোনোটিতেই অডিও-ভিডিও এর ব্যবস্থা নেই, প্রত্যেকটি বিদ্যালয় কক্ষে যাতে অডিও-ভিডিও ভিত্তিক ক্লাস নেওয়া যায় তার সুবন্দোবস্থ করতে হবে।

■ বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনেক বিদ্যালয়েই মিড-ডে-মিলটি চালাতে অসুবিধার সন্মুখীন হতে হচ্ছে। মিড-ডে মিলের জন্য প্রশাসনকে আরো বেশী করে সহানুভূতিশীল হয়ে আরো বেশী অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে মিড-ডে মিলের খাবারের গুণাগুন আরো বৃদ্ধি করা যায়।

## ■ 5.3. SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH

উক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তে কিছু পরামর্শ এর অপেক্ষা রাখে। যাতে পরবর্তীকালে যারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবেন তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি পথ নির্দেশ হয়ে থাকবে। আমার এই কাজটি আরো বিস্তৃত করা যেত। আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল - 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে'। আমি শুধুমাত্র পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাটি আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত আরো কাজ করা যায়। যেমন -

i) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পাঠ্যক্রম ব্যবস্থার মান,

ii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষন গুনাবলীর মান,

iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগুন সম্পর্কিত বিষয়,

iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মানের উপর নির্ভর করে বার্ষিক ফলাফল প্রভাবিত হচ্ছে,

v) বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির 'স্কুল ছুট' ব্যবস্থা প্রভৃতি।

## 5.4. - CONCLUSION

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা। ভারতের মতো দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যা আছে, যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

আমি আমার আলোচ্য কাজের বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়েছি ''পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে''। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে গিয়ে আমি ১০ টি লিটারেচার রিভিউ করে দেখেছি যে, রিভিউগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের বা দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু সেই ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকাঠামো ব্যবস্থা আলোচিত হয়নি, পরে সেই কারণেই বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার সৌভাগ্য হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজটি করতে আমি সার্ভে এর মাধ্যমে ১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগৃহীত করে বোঝা যায় যে, হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পৃথক শৌচালয় ব্যবস্থা আছে, জল আর্সেনিক মুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং বিদ্যালয়গুলিতে চেয়ার-টেবিল, ঘর, মডেলের ব্যবহার মোটামুটি ধরনের রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের জন্য কম্পিউটার নেই, এমনকি হুগলী জেলার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মিড-ডে মিলের মতো কার্যকরী কার্যক্রমটি চালাতে আর্থিক সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে প্রধান শিক্ষকদের।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত ''পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামোগত অবস্থা - হুগলী জেলার ক্ষেত্রে'' বিষয়ক আলোচনা থেকে এটা ধারনা করা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত অবস্থা যে খুব উন্নত তা নয়। বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত অবস্থার যতো শীঘ্র সম্ভব আরো উন্নত করার প্রয়োজন। আর এর জন্য সরকারি প্রচেষ্টাকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে। তবে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি যে দেশের অগ্রগতীর জন্য একান্ত প্রয়োজন সেই বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে আমাদের আর এর জন্য অতি অবশ্যই যতো শীঘ্র সম্ভব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

# REFERENCES


**I) Jha, Jyotsna & Jhingrah, Dhir (2005). Elementary Education for the poorest and other deprived graeps : The real challenge of universalization, Manohar Publishers, New Delhi.**

**II) Mehrotra, Santosh (2006). Reforming elementary education in India : A Menu of options, International Journal of Educationlal Development 26 (2006) 261-277. National Monthly Refereed Journal at Research in Arts and Education, Volume 4, Issue 4, Issue 8 (August, 2015) online Issue 2279 - 1182.**

**III) Dayaram (2013). School Development Plan under RTE Act 2009 : School Mapping and Microplanning - Participatory Tool for School Development Plan. America India, Foundation, New Delhi.**

**IV) R, Govinda & Bandyopadhyay, M., (2009). Educational Access in India, Country Policy Brief, 2008, Delhi / Brighton : NUEPA/University of Sussex.**

**V) Bandyopadhyay, M. (2012 a). School Disparity in Elementary Education. Seminar October, PP. 21-25.**

**VI) Bandyopadhyay, M. & Dey, M. (2010). Hierapchy in Access to Elementary School in Rajasthan and Haryana : A Report, NUEPA, New Delhi (Memo).**

**VII) Hunt, F. (2008) "Dropping out from school : A Cross - Country Review at Liferature" CREATE Pathways to Access, Research Monograph No. 16.**

**VIII) Das. A. (2017) "How Fan Have We Come in Sarva Siksha Abhiyan?" Economic and Political Weekly, Vol.- Xiii, No. 1, PP. 21-23.**

**IX) Pratham (2013). Annual Status of Education Report, Rural, 2012 ASER Centre, New Delhi. Accesed in http://www.pratham.org / file / ASER-2012 report. PDF on 28 June, 2013.**

**X) Srivastava, Ravi S. (2006). The Impase Broken : Change in Elementary Education in Uttar Pradesh in Santosh Mehrotra (ed.), The Economics of Elementary Education in India : The Challenge of Public Finance, Private Provision and household costs, SAGE Publications, New Delhi.**

# ANNEXURE : A & B